81 শলাকুড়ি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড ঃ একটি কেইস স্টাডি

(প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৪)

ক) গবেষক পরিচিতি

১. মোঃ হাবিবুর রহমান, উপ-পরিচালক
এম.এ. (ভূগোল), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

খ) ভূমিকা

বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত শেরপুর থানা শহরটি আয়তনে খুব একটা বড় নয়। তবে ঐতিহাসিক অবস্থান, আভিজাত্য ও ঘটনাবহুলতা শেরপুরকে উচ্চাসনে স্থান করে দিতে সাহায্য করেছে। বৃটিশ আমলে ঘোষিত প্রাচীন পৌরসভা শহরগুলোর মধ্যে শেরপুর অন্যতম একটি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এলাকাটি পাঠান, মোগল ও ইংরেজদের পদচারনায় একদা মুখরিত ছিল। রাজ-রাজরা ও জমিদারদের স্মৃতি বিজড়িত কিছু ভগ্ন-প্রায় ইমারত ও দালান-কোঠা তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। গাজীকালু-চম্পাবতীর গল্প গাঁথা শেরপুরের কোন কোন এলাকায় আজও লোকমুখে প্রচলিত।

এ থানার একটি গ্রাম শলাকুড়ি যা গ্রাম বাংলার পশ্চাদপদ গ্রামগুলোর সকল বৈশিষ্ট্য বুকে ধারণ করে আছে। এ গ্রামটির অংগ-প্রতংগ দরিদ্রের কষাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত যা স্বচক্ষে দেখলে সহজে অনুমান করা যায়। ভবানীপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত এ গ্রামটি শেরপুর থেকে ৫/৬ মাইল দক্ষিণে এবং নগরবাড়ী-বগুড়া সড়কে চান্দাইকোনা থেকে ৪/৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এ গ্রামের লোকসংখ্যা ২২৯ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ১২৪ জন এবং মহিলা ১০৫ জন। এ গ্রামের মানুষগুলো খুবই গরীব। তাঁদের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব খুবই প্রকট। অধিকাংশ (৬৮%) লোক পেশায় দিনজুর। তারা কাজ না পেলে প্রায় উপোষ থাকেন অথবা অন্যের নিকট থেকে টাকা ধার করে জীবন নির্বাহ করেন। ধারকৃত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের (সাধারণতঃ ২/৩ মাস) পর তার ২/৩ গুণ হারে পরিশোধ করে। গ্রাম বাসীদের গড় আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ০.০৫ একর। গ্রামবাসীদের প্রায় ৯৪% ভূমিহীন যার মধ্যে প্রায় ৮৮% এর কোন জমি নেই। প্রায় ৯৫% মানুষ খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করে। শিক্ষার হার মাত্র ৭% (বেঞ্চমার্ক জরীপ-১৯৯৩)। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, নেই কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা। এমনি একটি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শলাকুড়ি গ্রামকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক পরিচালিত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পূর্বেই বলেছি গ্রামটির লোকজন অশিক্ষিত। সেকারণে সমবায় সমিতি গঠনের প্রাথমিক অবস্থায় প্রকল্প কর্মীদের যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এক সময় হতাশ হয়ে পড়লেও গ্রামটির আর্থ-সামাজিক পটভুমি গ্রামটি নির্বাচনে প্রকল্প কর্মীদের বারবার হাতছানি দেয়। শেষ পর্যন্ত ১৪/১৫ জন লোককে সমবায় সমিতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয় এবং ১৯৯২ সালের ২৬শে নভেম্বর শলাকুড়ি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ গঠিত হয়। তখন হতেই সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দর্শনের আলোকে এ সমিতি তার উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর সফলতা ও বিফলতা সম্পর্কে চুড়ান্ত মন্তব্য করার সময় এখনও আসেনি। তবে এত কম সময়ে অর্জিত সফলতাকে খাটো করে দেখার অবকাশ খুবই সীমিত। তাই এ প্রবন্ধে শলাকুড়ি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির কর্মকান্ডের সামগ্রিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে মাত্র। এ থেকে সমিতির বর্তমান কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে যা পল্লী উন্নয়ন কর্মী তথা গবেষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়ক হলেও হতে পারে।

গ) পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য

১। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী সামগ্রিক অর্থে একটি জীবনমুখী কর্মসূচী। তাই সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতিগুলো সদস্যদের উন্নয়নের সাথে সাথে পাড়া-প্রতিবেশী তথা গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশ্বাস করে। শলাকুড়ি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ একই দর্শন নিয়ে ও একই লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে।

শলাকুড়ি গ্রামটিতে দারিদ্রের ছাপ প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলে পথচারীর চোখে তা সহজেই ধরা পড়বে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশনে গ্রামটি বহু পিছনে পড়ে আছে। অধিকাংশ পরিবার প্রধান দিনমজুর। তাঁরা দিন আনেন দিন খান, সঞ্চয় বলতে কিছু থাকে না। তাই তাঁরা নিয়মিত সমিতির সঞ্চয় আমানত করতে সক্ষম হন না। অবস্থা দৃষ্টে সহজেই অনুমেয় যে, গ্রামটিতে যথেষ্ট উন্নয়ন সুযোগ বিরাজ করছে। সেদিক বিবেচনায় সমিতি কর্তৃক ইতিমধ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মকান্ড হাতে নেয়া হয়েছে।

সমিতির সদস্য ভর্তিতে ক্রমোন্নতির প্রবণতা দেখা গেলেও ৫ বৎসরের উর্দ্ধে জনগোষ্ঠীর মাত্র ২০% সদস্যভুক্ত হয়েছে। তবে মহিলাদের সম্পৃক্ততা ক্রমশঃ বাড়ছে বলে মনে হয়। পুঁজি গঠনের হার বেশ কম। এর প্রধান কারণ সদস্যদের দরিদ্রতা। এ পর্যন্ত সংগৃহিত পুঁজি থেকে সমিতি সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদন করেছে। বিশেষ করে মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও বর্গাকৃত আবাদী জমি চাষ থেকে কয়েকজন সদস্য সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য বাড়তি আয় সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রকল্পের সীড ক্যাপিটল সরবরাহ করতে পারলে তাঁরা অধিক পরিমানে ছোট ছোাট প্রকল্পের মাধ্যমে আয় বাড়াতে সক্ষম হবেন। নিজস্ব পুঁজি হতে দাদনকৃত ঋণ আদায়ের হারও সন্তোষজনক। এছাড়া সমিতি বিভিন্ন উন্নয়ন ও সমাজ সেবামুলক কর্মকান্ড গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে তাঁরা যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছেন। এমন অশিক্ষিত একটি গ্রামের লোকজন পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে যে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া দিয়েছেন তাতে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এর পিছনে যা কাজ করেছে তা হ'ল সরভানু, ধীরেন সিং ও ঐ ইউনিয়নের পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের সমন্বিত তৎপরতা। এ গ্রামটিকে অনেক দুরের গরীব আত্মীয়ের মতই আমার নিকট মনে হয়েছে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর তৎপরতা শুরুর পূর্বে এ গ্রামে সরকারী কিংবা বে-সরকারী পর্যায়ে বিশেষ কোন উন্নয়ন তৎপরতা ছিলনা। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠিত হওয়ার পর হতে গ্রামটিতে ধীর গতিতে শান্ত ও স্নিগ্ধ উন্নয়ন সংস্কৃতি তথা উন্নয়ন পরিবেশ গড়ে উঠছে। অন্ততঃ গ্রামবাসীদের পক্ষে সমিতির সদস্যরা নিজ নিজ উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন ভাবনায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন।

২। সমিতি ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একাডেমীতে অনুষ্ঠিত প্রথম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমিতি বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যার প্রধান ক'টি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক) গ্রামটিতে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব প্রকট। সেজন্য অধিক হারে সদস্য ভর্তি বিঘ্নিত হচ্ছে।

খ) ব্যাপক দারিদ্রের কারণে সদস্যরা নিয়মিত সঞ্চয় আমানত ও শেয়ার ক্রয় করতে সম হচ্ছেন না। ফলে সমিতির পুঁজি বৃদ্ধি পায়নি যা সমিতির বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

গ) প্রকল্প থেকে কোন ঋণ সদস্যরা এখন পর্যন্ত পাননি। ফলে ক্রমশঃ তাঁরা নিরুৎসাহিত হচ্ছেন।

ঘ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা কোন কোন ক্ষেত্রে থানা পর্যায়ের সাপোর্ট-সার্ভিস ও অর্থের অভাবে তাঁদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাতে সক্ষম হননি। তাঁদের অনীহা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির উদাসীনতাও এ ক্ষেত্রে দায়ী বলে মনে হয়েছে।

৩। এতসব সমস্যার মধ্যে শলাকুড়ি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি তার কার্যক্রম শম্বুক গতিতে হলেও চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সমিতির কার্যক্রম জোরদার করার বেশ সুযোগ রয়েছে। নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা গেলে সমিতি তার কাজের গতি বাড়াতে পারবে বলে আশা করা যায় ঃ

ক) গ্রামের শিক্ষার হার বাড়ানো দরকার। এ জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে। স্বাক্ষর জ্ঞান লাভ করলে সদস্যরা সচেতন হবেন এবং সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের স্পৃহা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। সমিতি ইতিপূর্বে স্বউদ্যোগে গণশিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। কিন্তু অর্থ ও অব্যাহত পৃষ্ঠাপোষকতার অভাবে তা বন্ধ হয়েছে। তাই প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট-সার্ভিস দেয়া দরকার।

খ) শুরুতে দেখা গেছে যে, লোকজন সমিতি গঠনে ভয় পেত। কারণ সমিতির নামে ইতিপূর্বে তাঁরা সিডো নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। বর্তমানে সমিতির প্রতি লোকের আস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্প কর্মীদের ঘন ঘন সমিতি পরিদর্শন ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের সংগঠিত করা দরকার। এতে সমিতির প্রতি সদস্যগণ তথা গ্রামবাসীদের আস্থা ও বিশ্বাস অধিক বৃদ্ধি পাবে।

গ) পুঁজির স্বল্পতার দরুন সমিতি অধিক পরিমানে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে পারছে না। সেজন্য সদস্যদের শেয়ার ক্রয় ও সঞ্চয় আমানতে উৎসাহিত করা দরকার। পুঁজি বৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ সঞ্চয় জমা ও শেয়ার ক্রয়কারী সদস্যদের মধ্যে পুরস্কার প্রদানের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

ঘ) সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার। বেশেষ করে মহিলা ও ুদেদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করা জরুরী। এজন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন-র‌্যালী, জারী গান ইত্যাদির আয়োজন করা যায়।

ঙ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে ফলোআপ করতে হবে। তবে প্রশিণপ্রাপ্ত বিষয়ে তাঁদের অধিক হারে স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রয়োজন বোধে ঋণ সরবরাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল দ্বারা ঋণের আংশিক চাহিদা মিটানো যায়।

চ) সমিতিতে থানা পর্যায়ের সাপোর্ট-সার্ভিস সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার। এক্ষেত্রে সমিতি ও থানা পর্যায়ের অফিসগুলোর দায়িত্ব সমান। তবে প্রকল্প কর্মীদের দু'টো পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ভুমিকা পালন করতে হবে। এছাড়া থানা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত ও খোলামেলা আলোচনা করা দরকার।

৪। একটি সমবায় সমিতি হওয়া উচিৎ স্ব-সাহায্যকৃত, স্ব-ব্যবস্থাপিত ও স্ব-অর্থায়িত (Self-helped, Self-managed & Self-financed) প্রকৃত অর্থেই শলাকুড়ি সমবায় সমিতিন সদস্যরা আত্ম-সাহায্যের মনোভাব পোষণ করেন। দলীয় সংহতি তাঁদের মধ্যে বেশ মজবুত বলেই মনে হয়েছে। সমিতির সার্বিক ব্যবস্থাপনা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিই পরিচালনা করছে যদিও প্রকল্প কর্মীরা তাঁদের সাহায্য সহযোগিতা করছেন এবং আরো কিছু দিন করতে হবে। তবে সাংগঠনিক দিক থেকে সমিতি পূর্বাপেক্ষা অধিক দক্ষ ও শক্তিশালী বুনিয়াদ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ এতে গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা রেখেছে। কিন্তু সমিতি প্রয়োজনীয় পুঁজি গঠন করতে ও প্রত্যাশিত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে তেমন সফল হয়নি। যাহোক সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় যে, শলাকুড়ি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এ পর্যায়ে উন্নয়ন সোপানের নিম্নতম সিঁড়িতে অবস্থান করলেও সদস্যরা নিকট ভবিষ্যতে সমিতির মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়নের শুবিস্তৃত দিগন্ত উন্মোচন করতে সক্ষম হবে তাতে সন্দেহ নেই।